চতুর্দশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মা-শিবাদি দেববৃন্দের প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-সেবা এবং জগাই-মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে বিস্ময়, যমরাজ-কর্তৃক চিত্রগুপ্তের নিকট উভয়ের পাপের পরিমাণ ও উপশম-বিষয়ক প্রশ্ন, যমরাজের বিস্ময় ও মূর্চ্ছা, অজ-ভবাদি কর্তৃক তৎকর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্তন, যমদেবের চৈতন্য-প্রাপ্তি ও তৎসহ দেবগণের আনন্দ-কীর্তন-নর্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ প্রত্যহ মহাপ্রভুর নিকট আগমনপূর্বক সাধারণের অগোচরে তাঁহার বিবিধ সেবা ও প্রভুর দৈনন্দিন সমস্ত লীলা দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মহাপাতকিদ্বয়ের উদ্ধার-দর্শনে দেবগণ মহাপ্রভুর অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় নিজেদেরও উদ্ধারের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। জগাই-মাধাইয়ের পাপের পরিমাণ কিরূপ ছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, যমরাজ তাহা চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, উহারা দুইজন এত অধিক পাপ করিয়াছে যে, এক লক্ষ কায়স্থ একমাস ব্যাপিয়া পাঠ করিলে এবং যমরাজ লক্ষ কর্ণে শ্রবণ করিলেও তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। নিরন্তর দূতমুখে উহাদের পাপের বার্তা শ্রবণে কায়স্থগণ তাহা লিখিতে প্রমাদ জ্ঞান করে। উহারা অপরিসীম পাপের শাস্তিজনিত যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহারাও বিশেষ দুঃখানুভব করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অপার করুণায় তিলমাত্র সময়ের মধ্যে উহাদের সমুদয় পাপ দূরীভূত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত-মুখে জগাই-মাধাইর উদ্ধার-বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক যমরাজ কৃষ্ণপ্রেমে রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে চিত্রগুপ্তাদি তদীয় অনুগত জনগণ তাঁহাকে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অজ-ভব-নারদাদি দেবমুনিবৃন্দ অসুরদ্বয়ের উদ্ধার-বৃত্তান্ত ও মহাপ্রভুর অসীম দয়ার বিষয় কীর্তন করিতে করিতে গমনকালে পথিমধ্যে যমরাজকে রথোপরি অচৈতন্যাবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে চিত্রগুপ্ত তাঁহাদের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। দেববৃন্দ যমরাজের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ বুঝিতে পারিয়া তদীয় কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্তন করিতে থাকিলে সূর্যনন্দন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর যমরাজ ও দেবগণ মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার ও মহাপ্রভুর অপার মহিমার কীর্তন-মুখে নৃত্য-গীত-কোলাহল করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় নিজ নিজ উদ্ধার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

হেমকিরণিয়া—

গৌরাঙ্গসুন্দর-তনু প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া।
নাচত ভালি গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।। ধ্রু।।১।।

চতুর্মুখাদি-দেবগণের চৈতন্যসেবা এবং শ্রীচৈতন্যকৃপা ব্যতীত তদ্দর্শনে অন্যের অসামর্থ্য—

চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন।।২।।

আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে।
তাঁরা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে।।৩।।

জগাই-মাধাই-এর উদ্ধার-দর্শনান্তে দেবগণের চৈতন্যলীলা আলোচনা-পূর্বক স্বস্থানে যাত্রা—

সর্ব দিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে।।৪।।

ব্রহ্মদৈত্য-দু'য়ের সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার।।৫।।
"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে।।৬।।
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
'অবশ্য পাইব পার', ধরিলাম আশা।।"৭।।
এই মত অন্যোন্যে করি' সংকথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ।।৮।।

ধর্মরাজ যমের জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা দর্শন, চিত্র-গুপ্তের নিকট তদ্বিষয়ক প্রশ্ন এবং চিত্রগুপ্তের উত্তর—

প্রভুস্থানে নিত্য আইসে যম ধর্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ।।৯।।
চিত্রগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
"কিবা এ দু'য়ের পাপ, কিবা উপশম"।।১০।।
চিত্রগুপ্ত বলে,—"শুন ধর্ম যমরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ?" ১১।।
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র নহে বড়ি।।১২।।
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপিহ শুনিবারে তুমি সে ভাজন।।১৩।।
এ-দুয়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ-সব-উৎপাত গণয়ে।।১৪।।
এ-দু'য়ের পাপ যত কহে অনুক্ষণ।
তাহা লাগি' দূত কত খাইল মারণ।।১৫।।
দূত বলে,—"পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার কেনে।।১৬।।
না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন লাগি' লিখি।
পর্বতপ্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী।।১৭।।
আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া।।১৮।।
তিল-মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈলা দূর।
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর।।"১৯।।

অলৌকিক গৌর-মহিমা-দর্শনে ভাগবতধর্মবেত্তা যমরাজের বিস্ময় ও মূর্চ্ছা—

কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকী-উদ্ধার যত এই তার সীমা।।২০।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

চতুর্মুখ----ব্রহ্মা। পঞ্চমুখ----শিব। নিতি----নিত্য, সর্বদা।।২।।

শ্রীচৈতন্যদেব----অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ শরীরে ব্রহ্মাশিবাদি দেবগণ যেরূপভাবে চৈতন্যদেবের সেবা করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পা ব্যতীত তাঁহার দর্শনে কাহারও যোগ্যতা লাভ ঘটে না।

পুনি----(পুনঃ-শব্দজ, প্রাঃ বাং পদ্যে) পুনর্বার, আবার।।৩।।

পাপ-পুণ্যের পুরস্কার ও তিরস্কার-দাতা-দেবতা ধর্মরাজ যম। তাঁহারা চতুর্দশ জন। চিত্রগুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে প্রধান লেখক। কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া মানবের পাপ-পুণ্যের গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। একমাস ধরিয়া একলক্ষ সুমারনবীশ কায়স্থ যদি এই দুই পাপিষ্ঠের পাপের তালিকা করেন, তাহা হইলেও সমুদয় পাপ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না, পাপ বৃদ্ধি হয়।।১২।।

এই পাপিষ্ঠদ্বয়ের পর্বতপ্রমাণ 'গঠন'----পাপের সাক্ষী। দূতগণ বলিলেন,----মহাপ্রভু যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহাদের পাপ বিদূরিত করিলেন, তখন চিত্রগুপ্ত আজ্ঞা করিলে ঐ পর্বতপ্রমাণ পাপ অতল জলধিতে ডুবাইয়া দিতে পারা যায়।।১৯।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এ যাবৎ যাবতীয় পাতকী উদ্ধার করিয়াছেন----ইহারা দুই জনই তাহার অবধি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর এরূপভাবে দয়াপরবশ হইয়া এতদিন কাহাকেও উদ্ধার করেন নাই।।২০।।

চিত্রগুপ্ত-আদি যমভৃত্যগণের ক্রন্দন—

স্বভাব বৈষ্ণব যম—মূর্তিমন্ত ধর্ম।
ভাগবত-ধর্মের জানয়ে সব মর্ম।।২১।।
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ।।২২।।
পড়িলা মূর্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে।।২৩।।
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিয়া সবে করিতে ক্রন্দন।।২৪।।

দেবগণের পাতকীতারণ-মহিমা-কীর্তন ও স্ব-স্থানে যাত্রা—

সর্ব-দেব রথে যান কীর্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া।।২৫।।
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ-কর্ম সবে চলিলা গাইয়া।।২৬।।
শঙ্কর, বিরিঞ্চি, শেষ-আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই দু'য়ের মোচন।।২৭।।

কাহারও কাহারও অলৌকিক অভূতপূর্ব অমন্দোদয় গৌরকারুণ্য দর্শনে ক্রন্দন—

কেহ কেহ না জানয়ে আনন্দ-কীর্তন।
কারুণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন।।২৮।।

যমরাজকে অচৈতন্য-দর্শনে দেবগণের স্ব-স্ব-রথ স্থগিত করণ ও যমকর্ণে কৃষ্ণকীর্তন—

রহিয়াছে যম রথে, দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম-রথ-স্থানে।।২৯।।
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়ি' আছে যমদেব অচেতনে।।৩০।।
বিস্মিত হইলা সবে না জানি' কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ।।৩১।।
'কৃষ্ণাবেশ'- হেন জানি' অজ পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মিলি' করয়ে কীর্তন।।৩২।।

দেবসংকীর্তন-শ্রবণে যমরাজের ভগবৎপ্রেমে নৃত্য—

উঠিলেন যমদেব কীর্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া।।৩৩।।
উঠিল পরমানন্দ দেব-সংকীর্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে-সূর্যের নন্দন।।৩৪।।

যমনৃত্য দর্শনে দেবগণেরও নৃত্য কীর্তন—

যম-নৃত্য দেখি' নাচে সর্ব-দেবগণ।
নারদাদি-সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন।।৩৫।।
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হইয়া।
অতি গুহ্য—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা।।৩৬।।

শ্রীরাগঃ—

নাচই ধর্মরাজ, ছাড়িয়া সকল লাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলে,—''অতি ধন্য ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবানা।।''৩৭।।
হুঙ্কার গরজন মহা-পুলকিত প্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।

ভাগবতধর্মবেত্তা যমরাজ—দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। ''স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।। দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ।'' (ভাঃ ৬।৩।২০-২১)।।২১।।

গুণকর্মভেদে সুরাসুর নির্ণীত হয়। ভগবদ্ভক্তের গুণ ও ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি জীবের আসুরিক বদ্ধভাব বিমোচন করিয়া কিরূপে অখিল সদ্গুণনিলয় শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন, দেবগণ সেইসকল মহিমা গান করিতে করিতে সকলে অগ্রগামী হইলেন। প্রাপঞ্চিক গুণকর্ম সকলই নশ্বর। আত্মগুণ আত্মকর্ম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। মুক্ত পুরুষের গুণকর্ম কীর্তিত হইলে জীবের সকল বদ্ধভাব বিদূরিত হয়।।২৬।।

সূর্যের নন্দন—ভাস্কর-তনয় যমরাজ। তিনি প্রাকৃতবিচারে অসংযত ও আধ্যক্ষিকগণের পুরস্কার ও তিরস্কারপ্রদাতা। তিনি যখন বৈকুণ্ঠ-কীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রাপঞ্চিক দেবাধিকার হইতে অবসর লাভ করিলেন, তখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সঙ্কীর্তন-রসে আবেগভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন।।৩৪।।

বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
সঙরিয়া গৌরাঙ্গ-গোসাঞি।।৩৮।।
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি' যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি' পূরি' ধায়।।৩৯।।
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক-'রাম'-নামে।।৪০।।
আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি' নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্তিক-গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা।।৪১।।
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যাঁর প্রাণধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ, কর্দম, দক্ষ, মনু, ভৃগু মহা-মুখ্য,
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার।।৪২।।

সবে মহাভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা।
বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা।।৪৩।।
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল।।৪৪।।
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, জগাই-মাধাই' বলি',
করে বহু দণ্ড-পরণামে।।৪৫।।
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র-নয়নে ধার, অবিরত বহে যাঁর,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ।।৪৬।।
প্রভুর মহিমা দেখি', ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।

কশ্যপ----(কশ্যং সোমরসাদিজনিতং মদ্যং পিবতীতি) ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ঔরসে ও কর্দমদুহিতা কলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতামতে ইনি হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। "হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ যাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ"----(তৈত্তিরিয় সংহিতা ৫।৬।১।১)। ইনি একজন প্রজাপতি। সাম, যজু ও অথর্ব-সংহিতার মতে ইনি চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের জনক। শ্রীমদ্ভাগবত-মতে ইনি দক্ষের ১৭টী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টী জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল----(১) অদিতিগর্ভে দেবগণ, (২) দিতি-গর্ভে দৈত্যগণ, (৩) দনুর গর্ভে দানব, (৪০ কাষ্ঠা-গর্ভে অশ্বাদি, (৫) অরিষ্টা-গর্ভে গন্ধর্বগণ, (৬) সুরসা-গর্ভে রাক্ষস, (৭) ইলা-গর্ভে বৃক্ষ, (৮) মুনি-গর্ভে অপ্সরোগণ, (৯) ক্রোধবশার গর্ভে সর্প, (১০) তাম্রার গর্ভে শ্যেন, গৃধ্র প্রভৃতি, (১১) সুরভি-গর্ভে গো-মহিষাদি, (১২) সরমা-গর্ভে শ্বাপদ, (১৩) তিমি-গর্ভে জলজন্তু, (১৪) বিনতা-গর্ভে গরুড় ও অরুণ, (১৫) রুদ্র-গর্ভে নাগ, (১৬) পতঙ্গী-গর্ভে পতঙ্গ এবং (১৭) যামিনী-গর্ভে শলভ। কিন্তু মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্যার উল্লেখ আছে; যথা,----(১) অদিতি (২) দিতি, (৩) দনু, (৪) বিনতা, (৫) যসা, (৬) কদ্রু, (৭) মুনি, (৮) ক্রোধা, (৯) অরিষ্টা, (১০) ইরা, (১১) তাম্রা, (১২) ইলা এবং (১৩) প্রধা।

কর্দম----স্বায়ম্ভুর-মন্বন্তরের প্রজাপতিবিশেষ, ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টি করণার্থ ইতি সরস্বতী-তীরে বিন্দুসর-তীর্থে দশ হজার বৎসর তপস্যা করেন। পরে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্বক কলা প্রভৃতি নয়টী কন্যা উৎপাদন করিলে ভগবান্ কপিলদেব ইঁহার ঔরসে আবির্ভূত হন।

দক্ষ----ইনি একজন প্রজাপতি। মহাভারত-পুরাণাদির মতে ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ইঁহার জন্ম। ইহার পূর্বে মানস-সৃষ্টি হইত। দক্ষ যখন দেখিলেন, মানস সৃষ্টিদ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হয় না, তখন তিনি প্রথমে মৈথুন দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন। তদবধি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি মৈথুন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীটি-হার,
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-রস।।৪৭।।

চন্দ্র, সূর্য, পবন, কুবের, বহ্নি, বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।

সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল।।৪৮।।

নাচে সব দেবগণ, সবে উল্লসিত-মন,
ছোট-বড় না জানে হরিষে।

কত হয় ঠেলাঠেলি, তবু সবে কুতূহলী,
নৃত্য-সুখ কৃষ্ণের আবেশে।।৪৯।।

নাচে প্রভু ভগবান্, 'অনন্ত' যাহার নাম,
বিনতানন্দন করি' সঙ্গে।

সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাঁহার কাজ,
আদিদেব, সেহ নাচে রঙ্গে।।৫০।।

অজ, ভব, নারদ, শুক-আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।

গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্র-বদনে গায় মাঝে।।৫১।।

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, দেখি' মহা-পরকাশে,
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞি।

শ্রীমদ্ভাগবত-মতে----স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। প্রসূতির গর্ভে ১৬টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ১৩টী ধর্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী পিতৃগণকে ও একটী মহাদেবকে সম্প্রদান করেন। কোন সময়ে বিশ্বাস্রষ্টৃগণের যজ্ঞে সকল দেবগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তৎকালে দক্ষ সমাগত হইলে ব্রহ্মা ও শিব ব্যতীত সকলেই উত্থিত হইলেন; কিন্তু মহাদেব কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া শিবনিন্দা করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করেন। পরে স্বয়ং বৃহস্পতি-সব আরম্ভ করিয়া শিব ব্যতীত ত্রিলোকের সকল অধিবাসিকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী পিতৃযজ্ঞে গমনেচ্ছা প্রকাশ করায় মহাদেব তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন নাই; সতী বিনানুমতিতেই যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া শিবনিন্দা-শ্রবণে দেহ ত্যাগ করেন। মহাদেব নারদমুখে সতীর প্রাণত্যাগের সংবাদ অবগত হইয়া ক্রোধবশে ভূমিতে জটা নিক্ষেপ পূর্বক বীরভদ্রের উৎপাদন করেন। বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে গমন পূর্বক যজ্ঞধ্বংস এবং পশুমারণ-যন্ত্রে দক্ষের বিনাশ সাধন করেন। পরে ব্রহ্মার স্তবে প্রীত মহাদেবের কৃপায় ছাগমুণ্ড হইয়া দক্ষ পুনর্জীবন লাভ করেন। সতীও হিমালয়ের ক্ষেত্রে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া শিবকে প্রাপ্ত হন। ইহার অসিক্লী নাম্নী ভার্যার গর্ভে ৬০টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে ১০টী ধর্মকে, ১৭টী কশ্যপকে, ২৭টী চন্দ্রকে এবং দুইটী করিয়া ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকে প্রদান করেন।

দক্ষ পঞ্চজনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে অযুত সংখ্যক পুত্র উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে 'হর্যশ্ব' সংজ্ঞক অযুত পুত্রই নারদোপদেশে পারমহংস্য-ধর্মে অনুরক্ত হন। দক্ষ পুত্রগণের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া পুনর্বার 'সবলাশ্ব' নামক সহস্র পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টির আদেশ প্রদান করিলে তাঁহারাও দেবর্ষি নারদের উপদেশে হর্যশ্বগণের গতি লাভ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ নারদকে এই অভিসম্পাত করেন যে, নারদকে সর্বলোকে ভ্রমণ করিতে হইবে, তাঁহার কোথাও স্থান হইবে না।

ভৃগু----বিষ্ণুপুরাণ-মতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও দশজন প্রজাপতির অন্যতম। দক্ষকন্যা খ্যাতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং 'ধাতা' ও 'বিধাতা' নামে দুই পুত্র-জন্মে। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত ঐ দুইজনের বিবাহ হয়, ক্রমে ইঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া 'ভার্গব' নামে বিখ্যাত হয়।

মহাভারতের মতে----বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রহ্মা হুতাশনে আহুতি-প্রদানকালে দেবকন্যাগণকে দর্শন করায় রেতঃ স্খলিত হয়। তখন সূর্যদেব কর দ্বারা উহা গ্রহণ পূর্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা হইতে ভৃগুর উৎপত্তি হয়। ইনি সপ্তর্ষিগণের অন্যতম।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,----ব্রহ্মাপুত্র ভৃগু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর----এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ের পরীক্ষার্থ ঋষিগণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মার মহত্ত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত ভৃগু তাঁহাকে প্রণামাদি না

কেহ বলে—" ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
ধন্য ধন্য জগাইমাধাই।।"৫২।।

নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশঃ-সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ।

মহা-জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশ।।৫৩।।

সত্যলোক-আদি জিনি', উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ, মর্ত্য পূরিল পাতাল।

ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ-ঠাকুরাল।।৫৪।।

হেন মহা-ভাগবত, সব দেবগণ যত,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে।

গৌরাঙ্গচাঁদের যশঃ, বিনে আর কোন রস,
কাহার বদনে নাহি স্ফুরে।।৫৫।।

গ্রন্থকারের গৌর-জয়গান ও সকলের নিমিত্ত
করুণা ভিক্ষা—

জয় জগতমঙ্গল, প্রভু গৌরচন্দ্র,
জয় সর্ব-জীবলোকনাথ।

উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেন-মতে,
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত।।৫৬।।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার-তারক ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবাণা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচাঁদ প্রভু,
বৃন্দাবনদাস গুণগানা।।৫৭।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে যমরাজসংকীর্তনং নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।।

করায় ব্রহ্মা কুপিত হইলে তিনি রুদ্রসমীপে গমন করেন। মহাদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে ভৃগু মহাদেবকে 'উন্মার্গগামী' বলিয়া তিরস্কার করেন। তাহাতে রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূল উত্তোলন পূর্বক ভৃগুকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং লক্ষ্মীক্রোড়ে শয়ান নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেন। তদনন্তর শ্রীহরি লক্ষ্মীর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ভৃগুকে বন্দনা করেন এবং তাঁহার আগমন কারণ না জানায় তাঁহার যথোচিৎ সৎকার-করণে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তব করেন। তখন ভৃগু মুনিগণসমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞাপন করিলে সকলে বিষ্ণুরই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করেন।

মনু----ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনু হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নাম----স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্তমান মনু----বৈবস্বত। ইহাদের প্রত্যেকের ভোগকাল----৭১ চতুর্যুগ, মহাযুগ বা দিব্যযুগ। শ্রীমদ্ভাগবতে মনুগণের বংশবিস্তার বর্ণিত আছে।।৪২।।

সফল হইল ব্রহ্মশাপ----দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের শাপে সহস্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ঐ মুনিকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া তৎপ্রসাদে সহস্র নয়ন লাভ করেন। সেই ব্রহ্মশাপ ফলে প্রাপ্ত সহস্র নয়ন অদ্য গৌরসুন্দরের লীলাদর্শনে সফল হইল।।৪৬।।

বজ্রসার----ইন্দ্রাস্ত্রের নাম----বজ্র। এখানে 'বজ্রবৎ সার' এই অর্থ না হইয়া সারযুক্ত অস্ত্র বজ্র----এইরূপ হইবে। সেই দৃঢ় বজ্র শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল।।৪৭।।

কৃষ্ণের ঠাকুরাল----ভগবদ্বৈভব, প্রভাব।।৪৮।।

বিনতানন্দন,----গরুড়।।৫০।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।